স্বাধীনতার অধিকার
(Right to Freedom)

স্বাধীনতা হল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্যতম মূল উপাদান, তাই ব্যক্তির কাছে স্বাধীনতার অধিকারটি অন্যান্য অধিকারের মতোই প্রতিপন্ন হয়। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক ল্যাস্কি (Harold J. Laski) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি সেই পরিবেশের সযত্ন সংরক্ষণ যেখানে মানুষ তার সত্তা কে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার সুযোগ পায়,' সুতরাং স্বাধীনতার অধিকার ছাড়া ব্যক্তিসত্তার বিকাশ অসম্ভব, স্বাধীনতার অধিকার হল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তিস্বরূপ, স্বাধীনতা ব্যতীত গণতন্ত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, তাই স্বাধীনতার অধিকার হল একটি অন্যতম গণতান্ত্রিক অধিকার।

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে (Part-III) 19 থেকে 22 ধারায় স্বাধীনতার অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 19 নং ধারায় 6টি স্বাধীনতার অধিকার কে স্থান দেওয়া হয়েছে, এই অধিকারগুলি ব্যক্তির সুখ, শান্তি ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের অপরিহার্য শর্ত হিসাবে বিবেচিত হয়।

19 ধারা : বাক স্বাধীনতার অধিকার সংক্রান্ত কিছু বিশেষ অধিকার সংরক্ষণ [Article 19: Protection of Certain rights regarding freedom of speech etc.]

ভারতীয় সংবিধানের 19 নং ধারায় ছয় প্রকার স্বাধীনতার অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই অধিকার গুলি ব্যক্তির সুখ শান্তি এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের অপরিহার্য শর্ত হিসাবে বিবেচিত হয়। এই অধিকার গুলি নীচে আলোচনা করা হয়।

19(1)(a): বাক্ ও মতামত প্রকাশের অধিকার (The right to freedom of speech and expression): ভারতীয় সংবিধানের 19(1)(a) ধারা অনুসারে প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারটি স্বীকৃতি লাভ করেছে, এটি গণতন্ত্রের অপরিহার্য শর্ত, এই অধিকারের মাধ্যমে সকল নাগরিক লিখিত ভাবে কিংবা মৌখিকভাবে নিজের চিন্তাভাবনা ও মতামত প্রকাশ করতে পারেন। তাছাড়া পুস্তক-পুস্তিকা এবং পত্র পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমেও নাগরিকগণ নিজ অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন। তথ্যের অধিকার (Right to Information)

এই ধারায় স্বীকৃত।

19(1)(b): শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার (The right to assemble peaceably and without arms): ভারতীয় সংবিধানের 19(1)(b) ধারাতে প্রত্যেক নাগরিকের শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকারটি স্বীকার করা হয়েছে। এই অধিকারের ফলে নাগরিকগণ কোন বিষয়ে আলাপ আলোচনার জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ জনসমাবেশে সামিল হতে পারেন।

19(1)(c): সংঘ বা সমিতি গঠনের অধিকার (the right to form association or unions): ভারতীয় সংবিধানের 19(1)(c) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের সংঘ বা সমিতি গঠনের স্বাধীনতা স্বীকৃত। এই অধিকার বলে নাগরিকগণ সাহিত্য-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, খেলাধুলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংঘ, সমিতি গঠন করতে পারেন। আবার এই অধিকারের দ্বারা নাগরিকগণ রাজনৈতিক দল এবং শ্রমিক সংঘও গঠন করতে পারেন।

19(1)(d): যাতায়াত বা স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার (the right to move freely throughout the territory of India): ভারতীয় সংবিধানের 19(1)(d) ধারা অনুযায়ী ভারতীয় ভূখণ্ডের যেকোন স্থানে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকারটি স্বীকার করা হয়েছে।

19(1)(e): ভূখণ্ডের যেকোন স্থানে বসবাস করার অধিকার (The right to reside and settle in any part of the territory of India): ভারতীয় সংবিধানের 19(1)(e) ধারাতে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিককে ভারতীয় ভূখণ্ডের যেকোন স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

19(1)(g): যেকোন বৃত্তি অবলম্বন করার, অথবা যেকোন ব্যবসা বাণিজ্য চালানোর অধিকার (The right to practise any profession or to carry occupation, trade or business): ভারতীয় সংবিধানের 19(1)(g) ধারা অনুসারে যেকোন বৃত্তি, উপজীবিকা, বাণিজ্য পরিচালনার অধিকার ভারতীয় নাগরিকগণকে প্রদান করা হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা (Limitations): ভারতীয় সংবিধানের 19নং ধারায় উল্লিখিত স্বাধীনতার অধিকার গুলি অবাধ নয়। রাষ্ট্র এই অধিকার গুলির উপর নিম্নলিখিত বাধা নিষেধ আরোপ করতে পারে,

i) রাষ্ট্র, (ক) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, (খ) বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা, (গ) জনশৃঙ্খলা বজায় রাখা (ঘ) নৈতিকতা রক্ষা, (ঙ) আদালত অবমাননা প্রতিরোধ (চ) মানহানি প্রতিরোধ, (ছ) অপরাধে প্ররোচনা দান রোধ (জ) ভারতের সার্বভৌমিকতা, সংহতি প্রভৃতি কারণে বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে,

ii) রাষ্ট্র সমাবেশ হওয়ার অধিকারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। সমাবেশ হবে (a) শান্তিপূর্ণ ও (b) নিরস্ত্র। তাছাড়া জনশৃঙ্খলা, সার্বভৌমত্ব ও সংহতির স্বার্থে রাষ্ট্র সমাবেশের উপর বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

iii) রাষ্ট্র জনশৃঙ্খলা, সদাচার, জাতীয় শান্তি, প্রভৃতির স্বার্থে সংঘ সমিতি গঠনের স্বাধীনতার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে,

iv) জনস্বার্থে কিংবা তপশিলী উপজাতিদের স্বার্থে স্বাধীনভাবে যাতায়াত এবং বসবাসের স্বাধীনতার উপর রাষ্ট্র বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

v) রাষ্ট্র জনস্বার্থে বৃত্তি, উপজীবিকা বা বাণিজ্য করার অধিকারের উপর বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

20 ধারা: অপরাধে অভিযুক্তের অধিকার [Protection in respect of conviction for offences]

ভারতীয় সংবিধানের 20 নং ধারায় কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত নাগরিককে বিধিবহির্ভূত ও অতিরিক্ত শাস্তি যাতে সহ্য করতে না হয় তার জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে,

i) কোন অপরাধমূলক কাজের জন্য কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হলে যে সময়ে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেই সময়ের আইন অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তির

বিচার করতে হবে, [20(1)]।

ii) একই অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার অভিযুক্ত বা দণ্ডিত করা যাবে না, [20(2)]।

iii) কোন ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না [20(3)]।

21 ধারা ঃ জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার [Right to Life and Personal Liberty]

ভারতীয় সংবিধানে 21 নং ধারা অনুযায়ী- 'আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি' (Procedure Established by Law) ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তি কে তাঁর জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। যে আইন অনুসারে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হবে সেই আইনটি ঠিক আইনসভা কর্তৃক বিধিসম্মত ভাবে প্রণীত হয়েছে কিনা, তা বিচার করার ক্ষমতা আদালতের থাকবে।

22 ধারা ঃ আটক ব্যক্তির অধিকার [Protection against arrest and detention in certain cases]

ভারতীয় সংবিধানের 22 নং ধারা অনুসারে আটক ব্যক্তির অধিকার কে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

i) কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হলে গ্রেফতারের কারণ জানাতে ~~হবে~~ হবে। আটক ব্যক্তিকে তাঁর পছন্দের মতো আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করার এবং আইনজীবীর দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার দিতে হবে [22(1)]।

ii) ধৃত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার 24 ঘন্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটে আদালতে হাজির করাতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া 24 ঘন্টার বেশি আটক রাখা যাবে না [22(2)]।

iii) সকল আটক ব্যক্তি এই অধিকার ভোগ করবেন, নাগরিক এবং বিদেশী সকলের ক্ষেত্রে এই অধিকার প্রযোজ্য। তবে শত্রুভাবাপন্ন বিদেশী এবং নিবর্তনমূলক আটক (Preventive Detention) আইনে আটক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই অধিকার প্রযোজ্য হবে না [22(3)]।

উপসংহার ঃ পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে (Part - III) মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) এর অনুচ্ছেদ 19 থেকে 22 নং ধারায় স্বীকৃত স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom) টি সফল ও সার্থক রূপে তুলতে সেক্ষেত্রে সরকার, বিচারবিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন, রাজনৈতিক দল প্রত্যেকে কার্যকরী। বলাইবাহুল্য স্বাধীনতার অধিকারটি হল গণতন্ত্রের অন্যতম অপরিহার্য শর্ত। তাই এই স্বাধীনতার অধিকারটির মাধ্যমেই ভারতভূমিতে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

— o —